ছাত্রদেরকে দেয়া সুযোগ সুবিধার মধ্যে রাজনীতি নেই ঃ এরশাদ

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এরশাদ ১৮ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসার জন্য গতকাল পুনরায় জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। খবর বাসস'র।

ঢাকার দক্ষিণ মৈশুণ্ডি ও কাওরান বাজারে দু'টি জনসমাবেশে ভাষণদানকালে সিএমএলএ বলেন, বর্তমান সরকারের সূচিত এই কর্মসূচীর বাস্তবায়ন নিপীড়িত লাখ লাখ মানুষকে বঞ্চনা, দারিদ্র্য, অনাহার, ব্যাধি ও নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করবে।

তিনি বলেন, দেশের সর্বস্তরের জনগণ এ কর্মসূচীর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দিচ্ছেন। কারণ উপলব্ধি করেছেন এটা 'আমাদের বেঁচে থাকার সনদ' এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের উপায়।

সিএমএলএ তাঁর 'জনসংযোগ কর্মসূচী'র অংশ হিসেবে এ দুটি সমাবেশে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, নগরবাসীর সমস্যাবলী জানবার জন্যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নগরীর প্রত্যেকটি ওয়ার্ড পরিদর্শন করবেন।

গতকাল তিনি ২৮ নম্বর ও ৫০ নম্বর ওয়ার্ডে যান। সেখানে মহিলা ও শিশুসহ হাজার হাজার লোক তাঁকে আন্তরিক স্বাগত জানায়। প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে এলাকার রাস্তা ও গলিতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে স্বাগত শ্লোগান দিয়ে তারা সিএমএলএ'কে অভিনন্দন জানায়।

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এইচ. এম. এরশাদ গতকাল মঙ্গলবার বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

দুটি সমাবেশে জেনারেল এরশাদ বলেন, আগামী ২ বছরের মধ্যে নগরীর সকল রাস্তা, গলি, উপ-গলি পাকা করা এবং নগরীর সকল স্কুলের উন্নয়নের জন্যে তিনি ইতিমধ্যেই ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের প্রশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে পৌর কর্তৃপক্ষ কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছেন বলে, তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

রাজধানীকে একটি সুন্দর নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে তাঁর সরকারের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করে তিনি আশ্বাস দেন যে, প্রতিটি ওয়ার্ডের জনগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এ সম্পর্কিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

ছাত্রদের প্রসঙ্গে জেনারেল এরশাদ বলেন, ছাত্ররা যাতে তাদের শিক্ষা জীবনের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে পারে সে জন্য তাঁর সরকার শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে চান। তিনি বলেন : তারা আমাদের সন্তান। দেহ-মনের সুষম বিকাশের জন্যে তাদের উপযুক্ত হোষ্টেল সুবিধা, ভাল খাবার, উন্নত পাঠাগার ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমের সুযোগ সুবিধা দেয়া আমাদের কর্তব্য।

সিএমএলএ বলেন, এই উদ্দেশ্যে পুরনো হোষ্টেলগুলোর সংস্কার করা হচ্ছে, তৈরী করা হচ্ছে নতুন হোষ্টেল, খাবার উন্নত করা হচ্ছে, লাইব্রেরীতে মূল্যবান বই পুস্তক এবং রঙীন টেলিভিশন সেট ও পরিবহণের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'আমরা তাদের যেসব সুযোগসুবিধা দিচ্ছি যা শিক্ষামূলক, তথ্যমূলক এবং উপযুক্ত বিনোদনের সহায়ক। এতে কোন রাজনীতি নেই, ব্যক্তিগত ফায়দারও কিছু নেই।' তিনি বলেন: পিতা-মাতা যেমন সন্তানকে ভালবাসে ছাত্রদের আমি তেমনি ভালবাসি। তাদের সাথে এটাই প্রথম ও শেষ সম্পর্ক। তারা যোগ্য নাগরিক হয়েছে এটাই আমি দেখতে চাই। তারা আমাদের ভবিষ্যতের আশা ও স্বপ্ন।

তিনি বলেন, 'তাদের অন্তর জয় করার জন্যে তাদের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা আমার রয়েছে। সেজন্যে আমার তাদের রঙীন টেলিভিশন সেট দেবার প্রয়োজন নেই।

জেনারেল এরশাদ বলেন, শিক্ষা সংক্রান্ত এসব সুযোগ সুবিধার যারা ভিন্নতর অর্থ করতে চেষ্টা করছে তারাই অতীতে ছাত্রদেরকে তাদের ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার করেছে। তিনি বলেন, 'কিন্তু ছাত্ররা তাদের নিজের ভালমন্দ বুঝতে শুরু করেছে; তারা আর অপব্যবহৃত হতে প্রস্তুত নয়।'

তিনি বলেন, ছাত্ররা অতীতে হতাশায় ভুগেছে। তাদের জন্যে নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সরকার দৃঢ় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন: জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের সচেতনতা থাকবে এটাই আমরা চাই।

সিএমএলএ দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করেন যে, ছাত্র ও যুবকরা বিপথগামী হবে না এবং 'নতুন বাংলাদেশ' গড়ার জন্যে শৃঙ্খলা ও দক্ষতা অর্জন করবে।

তিনি দক্ষিণ মৈশুণ্ডি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের তৃতীয় তলা নির্মাণের জন্য তহবিল দেয়ার কথা এবং কাওরান বাজার মসজিদের জন্যে ২ লাখ টাকা মঞ্জুরির কথা ঘোষণা করেন।

কাওরান বাজারের সমাবেশে সিএমএলএ'র বন্যা ত্রাণ তহবিলে জন্যে কাওরান বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি ৫ হাজার টাকা ও ইপসি ১০ হাজার টাকার দু'টি চেক জেনারেল এরশাদের হাতে দিয়েছে।

সমাবেশ দুটিতে ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের প্রশাসক মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান ও স্থানীয় ওয়ার্ডের চেয়ারম্যান বক্তৃতা করেন।